দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ০৪ JUL 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিল উত্থাপন

12

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও ব্যাপক সম্প্রসারণ জনসাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষা সুলভকরণ এবং দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়া দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিধানকল্পে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল '৯২ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইয়াছে। বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বিলটি উত্থাপনের বিরোধিতা করিয়া বলেন, সংবিধানের ৭০ ধারা পরিপন্থী এই বিলে উচ্চশিক্ষাকে দলীয়করণ করা হইবে এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পাইবে। বেসরকারীকরণের নামে গত কয় বৎসর ধরিয়া যাহা হইতেছে তাহার প্রতি ইংগিত দিয়া তিনি বলেন, দলীয় ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভংগী শিক্ষা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসকে আরও সম্প্রসারণ করিবে। তিনি বলেন, সরকারী দলের 'সন্ত্রাসীদের' দ্বারা ঢাকার বাংলা কলেজ দখল হইয়াছে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে মইন নামে একজন ছাত্র নিহত হইয়াছে। তিনি বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থপনের অনুমতি দিলে দেশে নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিমের বক্তব্য খণ্ডন করিয়া বলেন, স্বৈরাচারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বিশৃঙ্খলা ছিল এখন তাহা নাই। মোটামুটিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। সেশন জটেরও অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তিনি আমেরিকা, লণ্ডন ও জাপানে শতকরা ৬৫ ভাগ হইতে ৯০ ভাগ পর্যন্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান থাকার কথা তুলিয়া ধরিয়া বলেন, দেশে বেসর কারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হইলে সন্ত্রাস ও সেশন জট রোধ করা যাইবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংবিধান বিরোধী এই বক্তব্য খণ্ডন করিয়া তিনি বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বিদেশে যাইয়া লেখাপড়ার প্রবণতা রোধ পাইবে। জবাবে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বিদেশে যাইয়া যাহারা লেখাপড়া করিতে পারে তাহারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট কিনিয়া নিতে পারিবে। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হইলে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের বিশ্ববিদ্যালয় হইবে মাত্র।

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের আপত্তি কণ্ঠভোটে বাতিল হইয়া গেলে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল '৯২ সংসদে উত্থাপন করেন। এই বিলে এক বা একাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যাইবে। সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের যেকোন স্থানে অবস্থিত হইতে পারিবে। তবে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রারম্ভিকভাবে কোন স্থানে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা যাইবে। কিন্তু অস্থায়ীভাবে স্থাপনের তারিখ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে উহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উহার নিজস্ব অন্যূন ৫ একর পরিমাণ ভূমি ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থাপন করিতে হইবে। সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সনদপত্র অর্জন না করিয়া কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পূর্বানুমোদিত হইতে হইবে। প্রারম্ভিক অবস্থায় উহার অন্যূন দুইটি অনুষদ থাকিতে হইবে। প্রত্যেকটি অনুষদের জন্য মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সংখ্যক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক থাকিতে হইবে। অন্যূন এক কোটি টাকার সংরক্ষিত তহবিল কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা থাকিতে হইবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চ্যান্সেলর, একজন করিয়া ভাইস চ্যান্সেলর, রেক্টর বা প্রিন্সিপাল, কোষাধ্যক্ষ, রেজিষ্ট্রার, ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা থাকিবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে থাকিবেন অন্যূন ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিণ্ডিকেট, পরিচালনা পর্ষদ, রিজেন্সী কাউন্সিল বা ট্রাষ্টি বোর্ড, অন্যূন ৯ সদস্য বিশিষ্ট একাডেমিক কাউন্সিল, অনুষদ বা স্কুল অব ষ্টাডিজ, পাঠক্রম কমিটি, অন্যূন ৫ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ কমিটি এবং অন্যূন ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিটি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট, প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।